নাট্যচর্চা - বিষয়ক পত্রিকা

বিষ্ণু বসু

আঠারো বছর আগে, ১৯৮১-তে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে বাংলা লিটল ম্যাগাজিন নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। উপলক্ষ ছিল লিটল ম্যাগাজিন বিষয়ক একটি প্রদর্শনী। এ পুস্তিকায় তখনকার প্রচলিত লিটল ম্যাগাজিনের মধ্য থেকে বাছাই করে চৌত্রিশজন সম্পাদকের সাক্ষাৎকার বেরিয়েছিল। লক্ষ করার ব্যাপার হল যে প্রায় তিন ডজন ম্যাগাজিনের মধ্যে মাত্র একটি নাট্যপত্র উদ্যোক্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং তা হল বহুরূপী। অথচ যাঁরাই সামান্য খোঁজ রাখেন তাঁদের অজানা নেই সমসময়ে আরও বেশ কিছু নাট্যপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হত এবং সেগুলি কয়েকটি জনপ্রিয়ও ছিল। গণনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটার তো ছিলই, গন্ধর্ব, এপিকথিয়েটার এবং এ ধরনের অন্য কিছু পত্রিকা। তাই যদি হবে তা হলে মাত্র একটি নাট্যপত্রিকার প্রতি কেন উদ্যোক্তাদের নজর সীমাবদ্ধ রইল? বহুরূপী তো মনোযোগ পেতেই পারে, কিন্তু কেন অবহেলিত থাকবে অন্য কিছু নাট্যপত্র?

আসল নাটক ও থিয়েটারের প্রতি বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অর্ধমনস্কতাই বোধ করি এ ধরনের সংঘটনার পেছনে কাজ করে থাকে। বাংলা নাটক ও থিয়েটারকে শিল্পজগতের মধ্যে যেন অনেকটাই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বলে ধরে নেওয়া হয়। তাই এ শিল্পমাধ্যমটির প্রতি কিছু উদাসীনতা সহজেই যেন এসে যায়। এমনকী বহুরূপী যে পছন্দের তালিকায় স্থান পেয়েছিল তার জন্য শুধুমাত্র নাটক / থিয়েটারই ছিল বলে মনে হয় না।

বাংলা নাটক ও থিয়েটার এবং তাদের প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম হিসেবে নাট্য পত্রিকার ভূমিকার কথা পরে আলোচিত হচ্ছে। গোড়ায় একটি বিষয়ের দিকে সতর্ক পাঠকের মনোযোগ নির্দেশিত হতে পারে। বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের প্রকৃতি যে মিশ্রধরনের সে কথা সবার জানা। কবিতা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের সমাহার হল এক-একটি লিটল ম্যাগাজিন । অর্থাৎ সব ধরনের আগ্রহী পাঠককে আকর্ষণ করবার উপকরণ দিয়ে তাদের সাজানো হয়ে থাকে। এমনটা হওয়া স্বাভাবিক। এমনকী বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলোও এ ফর্মটা মেনে চলে, কেননা বিক্রয়যোগ্যতা আয়ত্ত করা তো সব পত্রিকারই কাম্য। লিটল ম্যাগ অবশ্য বাণিজ্যিক পত্রিকার মতো লাভের প্রত্যাশা নিয়ে প্রকাশিত হয় না। বহু স্বেচ্ছাসেবী অনুরক্ত তণের অসামান্য পরিশ্রমের ফসল হল এক-একটি লিটল ম্যাগ। কিন্তু যেহেতু প্রকাশের খরচটুকু তুলে আনা লিটিল ম্যাগ সম্পাদকের কাঙ্ক্ষিত, তাই যথাসম্ভব বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছোনোর চেষ্টা তাঁদের থাকবেই। চারিত্র্য বজায় রেখে পাঠকদের আকর্ষণ কররার কাজটি সহজ নয়। বাংলা লিটল ম্যাগাজিনগুলো এ দুরূহ দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজেদের উপর। সেকারণেই হয়তো শুধুমাত্র একটি প্রজাতির শিল্প বা সাহিত্য নিয়ে পত্রিকার প্রকাশ কদাচিৎ ঘটে থাকে। কবিতার পত্রিকা অবশ্য প্রতি বছর বেশ কিছু প্রকাশিত হয়ে থাকে, তবে তা সাধারণত মরশুমি। বইমেলার সময়েই তাদের ঝাঁকে ঝাঁকে আবির্ভাব। কিন্তু নিছক প্রবন্ধ অথবা গল্প অথবা উপন্যাস নিয়ে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা সামান্যই। ছোটো গল্প -এর মতো প্রজাতি কেন্দ্রিক পত্রিকা খুব একটা বেশি পাওয়া যায় না। অবশ্য কোনো পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা হলে আলাদা কথা।

তুলনায় কিন্তু নাটক / থিয়েটার নিয়ে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা বাংলায় শুধুমাত্র কম নয়। একটু ঝুঁকি নিয়েই সম্ভবত যায় একটি মাত্র বিষয়কেন্দ্রিক পত্রিকা হিসেবে নাট্য নামক প্রজাতিটির প্রতিই সম্পাদকেরা মনোযোগ দেখিয়ে থাকেন সর্বাধিক। বর্তমানে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে এমন কিছু নাট্যপত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল সহ তালিকা দেওয়া হল
১৯৫৫ বহুরূপী, ১৯৫৯ গন্ধর্ব (সম্প্রতি একটু অনিয়মিত), ১৯৬৪ গণনাট্য (২য় পর্যায়), ১৯৭৮ গ্রুপ থিয়েটার, ১৯৮১

নাট্যচিন্তা, ১৯৮১ শূদ্রক, ১৯৮৪ স্যাস, ১৯৮৪ প্রয়াগ, ১৯৮৫ নাট্যমুখপত্র, ১৯৮৫ আননায়ুধ, ১৯৯১ শিল্পায়ন, ১৯৯৪ অসময়ের নাট্যভাবনা, ১৯৯২ সায়ক নাট্যপত্র, ১৯৯০ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা। এ ছাড়া সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্বল্পায়ু কিছু নাট্যপত্রিকার প্রকাশ প্রায়শই ঘটে থাকে।

শিউড়ি থেকে আননায়ুধ গত পনেনো বছর থেকে নিয়মিত প্রতি মাসের দশ তারিখে প্রকাশিত হয়ে চলেছে শিল্পায়ন প্রকাশিত হয় গোবরডাঙ্গা থেকে। সামান্য অনিয়মিত হলেও পত্রিকাটি এত বছর ধরে চালিয়ে আসছেন কিছু উৎসাহী তণ। নাট্যমুখপত্র ও অসময়ের নাট্যভাবনা সময় মেনেই প্রকাশিত হয়ে চলেছে হাওড়া থেকে। নাট্যচিত্র পত্রিকাটিরও বয়স হল তিন। এমকী মূকাভিনয় নামে একটি বিশেষ ধরনের নাট্যপত্রিকার কথাও এখানে বলা যেতে পারে।

আননায়ুধ থেকে নাট্যচিত্র পর্যন্ত অথবা মূকাভিনয় নামে যে পত্রিকায় কথা বলা হল তার প্রায় সবগুলোই ট্যাবলয়েড। চার থেকে ছয় পৃষ্ঠার মধ্যে সাধারণত সীমাবদ্ধ। অসময়ের নাট্যভাবনা এ শ্রেণির নয়। এসব পত্রিকা থেকেই বাংলা থিয়েটারের একটি চেহারার সন্ধান পাঠকরা পেয়ে যান। সাধ্যের বাইরে হলেও মফস্বলে প্রকাশিত এসব পত্রিকার তরফ থেকে মূল্যবান বিশেষ সংখ্যা বেরিয়ে আসে।

আননায়ুধ -এর পঁচিশ বছর পূর্তি সংখ্যা অথবা শিল্পায়ন -এর বিভাস চক্রবর্তী সংখ্যার কথা এ প্রসঙ্গে মনেপড়বে। তা ছাড়া কোনো কোনো লিটল ম্যাগ থেকেও মাঝেমধ্যে থিয়েটার নিয়ে বিশেষ সংখ্যা বের করা হয়। প্রসঙ্গত চতুষ্কোণ পত্রিকার বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ শতবর্ষ সংখ্যা পশ্চিম দিনাজপুর থেকে মধুপর্ণী পত্রিকার মন্মথ রায় সংখ্যার কথাও বলা যেতে পারে।

উনিশ শতকের কিছু পত্র পত্রিকা, যেমন মধ্যস্থ অথবা আর্যদর্শন-এ নাটক ও থিয়েটারের নানা বিষয় নিয়ে আকর্ষক লেখা প্রায়ই প্রকাশিত হত। কিন্তু এগুলো নাট্যপত্রিকা ছিল না এবং লিটল ম্যাগাজিনও ছিল না। থিয়েটারের প্রতি মনস্কতা নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বিশ শতকের গোড়ায় নাট্যমন্দির বার করেছিলেন এবং সেখানে দরকারি প্রবন্ধ প্রায় প্রতি সংখ্যায় থাকলেও তাকে লিটল ম্যাগ বলা চলে না। পরবর্তীকালে নাচঘর পত্রিকা থিয়েটার বিষয়ে মনোযোগ দেখালেও তাকে লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে স্বীকার করা যায় না।

আসলে থিয়েটার বিষয়ে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ পেতে থাকে গণনাট্য তথা গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে আন্দোলনের সূত্র ধরে। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু এ আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে কোনো পত্রিকা তখন প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪৮ -এ বহুরূপী নাট্যদল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে নাট্যধারার প্রবাহণ ঘট তাকেই উত্তরকালে অভিহিত করা হল গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন বলে। উৎপল দত্ত অবশ্য এ অভিধা স্বীকার করতেন না, তবুগ্রুপ থিয়েটার বলে একটি নাট্যধারা বর্তমানে স্বীকৃত হয়ে গেছে। পাঁচ ও ছয়ের দশকে অবশ্য নবনাট্য আন্দোলন শব্দটি কিছুদিনের জন্য উঠে এসেছিল। তারই প্রবাহ ধরে সৎনাট্য কথাটিও কিছুদিন চলেছিল। গন্ধর্ব পত্রিকা প্রথমপ্রকাশিত হয়েছিল নবনাট্য এরই মুখপত্র হিসেবে। বিগত প্রায় দু-দশক ধরে এসব শব্দ নাট্য-আন্দোলন থেকে উধাও হয়ে গেছে। তাই গণনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনই সাধারণভাবে আলোচনা - পরিধিতে আপনিই এসে যায়। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে বাণিজ্যিক ধারার সমান্তরালেই এই দুটি নাট্য-আন্দোলন স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। বাংলার বাণিজ্যিক থিয়েটারের অবস্থা অবশ্য এখন প্রায় মুমূর্ষু।

নাট্যচিন্তা পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় --- যা গ্রুপ থিয়েটারের ৫০ বছর নামে বেরিয়েছে, তাতে গত পঞ্চাশ বছরের নাট্যপত্রের যে তালিকাটি রয়েছে সেটি খতিয়ে দেখলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। লোকনাট্য (১৯৪৯) নাট্যলোক (১৯৫১), গণনাট্য প্রথম পর্যায় (১৯৫২) নামে প্রথম যে তিনটি থিয়েটার সম্পর্কিত লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল তা মূলত বামপন্থী তথা সাম্যবাদী আন্দোলনের মুখপত্র ছিল। নাট্যসংঘ থেকে বেরিয়ে নাট্যসংস্থা হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে বহুরূপী ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। এ নাট্যসংস্থার মুখপত্র হিসেবে বহুরূপী পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। উৎপল দত্ত লিটল থিয়েটার থেকে পাদ প্রদীপ (১৯৫৬) এবং গন্ধর্ব নাট্যসংস্থা থেকে গন্ধর্ব পত্রিকা (১৯৫৯) বেরয় পঁাচের দশকেই। তবে গন্ধর্ব দলীয় পত্রিকা ছিল না। তা ছিল মূলত নবনাট্য আন্দোলনের মুখপাত্র।

তার পর কয়েক বছরের মধ্যে, বিশেষ করে ষাটের দশকে বেরোয় গণনাট্য দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৬৪), থিয়েটার (১৯৬৫) এবং অভিনয় দর্পণ (১৯৬৮)। গণনাট্য গত পঁচিশ বছর ধরে টিঁকে থাকলেও থিয়েটার ও অভিনয় দর্পণ পত্রিকা দুটি বেশিদিন চলেনি। থিয়েটার পত্রিকাটি পাক্ষিক ছিল। অভিনয় দর্পন এর সম্পাদক ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। এ দুটি পত্রিকা কোনো নাট্যসংঘ অথবা নাট্যদলের মুখপত্র ছিল না। থিয়েটার ওয়ার্কশপ থেকে প্রকাশিত থিয়েটার বুলেটিনও বেশি দিন চলেনি।

লিটল ম্যাগাজিনস্বভাবকে অনুসরণ করে গত পঞ্চাশ বছরে বহু নাট্যপত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে এবং রঙ্গমঞ্চ থেকে দ্রুত প্রস্থান করেছে। যে কটি দীর্ঘকাল ধরে টিঁকে আছে তার সংখ্যাও অবশ্য অবহেলার যোগ্য নয়।
এই নাট্যপত্রসমূহের প্রতি পৃষ্ঠায় প্রোথিত রয়েছে গত অর্ধশতকব্যাপী আমাদের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস। হয়তো কোনো কোনো পত্রিকার আয়ু ছিল নিতান্ত কম, তবু তারাও থিয়েটারকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে গেছে।
যেমন ধরা যাক থিয়েটার পত্রিকার ১৯৬৬-র শারদীয়া সংখ্যাটি। সম্ভবত এ পত্রিকার এই একটি মাত্র শারদীয়া সংখ্যাই বেরিয়েছিল। কী অসামান্য সমৃদ্ধ এ সংখ্যাটি। রাম বসুর কাব্যনাট্য, অনুবাদে ইয়োনেস্কো, পিরানদেল্লো ও ব্রেখট, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, অজিত গঙ্গোপাধ্যায় ও বিজন ভট্টাচার্যের মৌলিক নাটক, শম্ভু মিত্র ও তাপস সেনের জরি নিবন্ধ নিয়ে সাজানো এ পত্রিকাটি নাট্য - আন্দোলনের একটি অসামান্য দলিল হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। পিরানদেল্লো ও উৎপল দত্ত। লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের বিশাল ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রায় সকলেই এ সংখ্যার সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছিলেন।

অভিনয় দর্পণ পত্রিকার প্রথম শরৎ ১৯৬৮) প্রায় অনুরূপ কারণেই একই রকম মূল্যবান বলে মনে হবে। দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের অনুবাদে ভোলভ্গাঙ বরশার্টের নাটক, অশোক মুখোপাধ্যায়ের আত্তীকরণে শন ও কেসীর নাটক, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক, শেখর চট্টোপাধ্যায় ও জোছন দস্তিদারের মৌলিক একাঙ্ক, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্জরী অপেরা উপন্যাসের রতনকুমার ঘোষ কৃত নাট্যরূপ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আত্তীকৃত চেকভের একাঙ্ক এবং সেইসঙ্গে উদয়শংকরের লেখা আমার নৃত্যরীতি প্রবন্ধটি পাঠকের মনে এখনও আগ্রহ জাগাতে সক্ষম।
উপরের তথ্যসমূহ পরিবেশিত হল একটু নমুনা নিদর্শন হিসেবে। আসলে এর মধ্য দিয়ে বলা হল আমাদের নাট্যপত্রগুলো কতভাবেই না আন্দোলনকে অব্যাহত ও চেতনাকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করে এসেছে। পুনস্তির ঝুঁকি নিয়েও বলা যায় গত পঞ্চাশ বছব ব্যাপী নাট্য - আন্দোলনের গতিপ্রবাহ নানাধরনের উচচাবচতা সহ ধরা আছে বিলুপ্ত ও প্রচলিত সব - কটি নাট্যপত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠায়।

বহুরূপী পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে গত বেয়াল্লিশ বছর ধরে। এবারের শারদীয়াটি হল বিরানববইতম সংখ্যা অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছরে প্রায় দুটি করে। গোড়ার দিকে বছরে তিন - চারটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হলেও বেশ কয়েক বছর ধরে দুটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং তা নিয়মিত । আপতদৃষ্টিতে একটি নির্দিষ্ট নাট্যসংস্থার দ্বারা পরিচালিত হলেও তার মধ্যে মুক্তমনের পরিশীলিত একটি মেজাজের পরিচয় ফুটে ওঠে। গত পঞ্চাশ বছরের লেখকতালিকা এবং তঁাদের লেখা পাঠকের মনে সম্ভ্রম আনবে অবশ্যই। নাটককারদের মধ্যে আছেন মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার, মন্মথ রায় প্রভৃতি এবং স্বয়ং শম্ভু মিত্র। তাঁর লেখা চাঁদবণিকের পালা এপত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধ লিখেছেন শঙ্খ ঘোষ, মৃণাল সেন, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, কুমার রায়, তাপস সেন,প্রভৃতি মনস্ক মানুষেরা। বহুরূপীর বেশ কিছু বিশেষ সংখ্যার মতো অন্যতম দুটি নবান্ন স্মারক সংখ্যা (৩৩-৩৪ সংখ্যা)। তা ছাড়া ভারত নাট্য সংখ্যা (৩৭ নং), পুরাতন থিয়েটার সংখ্যা (৪২ নং), শিশির কুমার সংখ্যার (৪৫ নং) কথা বলা যেতে পারে।

সে হিসেবে এপিক থিয়েটারকে মূলত পি.এল. টি./ এল.টি.জি. -র মুখপত্র বলেই ধরে নেওয়া যায়। উৎপল দত্ত - কেন্দ্রিক এ পত্রিকাটিও বাংলা নাট্য - আন্দোলনের একটি বিশেষ দিককে প্রকাশ করে চলেছে। উৎপল দত্তের লেখা বেশ কিছু সের

া নাটক ও নিবন্ধ এ পত্রিকার প্রধান আকর্ষণ ছিল একসময়ে। গণনাট্য সংঘ নিয়ে কিছু বিতর্কের প্রকাশও ঘটেছিল পত্রিক ায়। তা ছাড়া সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে ব্রেখটের নাটক ও কিছু মৌলিক প্রবন্ধ, শোভা সেনের লেখা কিছু প্রবন্ধ প ঠকমনে আগ্রহ জাগায়। এপিক থিয়েটার-এর উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যাটি মূল্যবান।

গণনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটার প্রকাশিত হয়ে আসছে যথাক্রমে গত পঁয়ত্রিশ ও বাইশ বছব ধরে। মার্কসীয় রাজনীতির প্রতি অ ানুগত্য এ পত্রিকা দুটির বৈশিষ্ট্য। তাই মূলত নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে পত্রিকা দুটি পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই এ পত্রিকা দুটির দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই একটু প্রচারমুখী। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রবণতার পরিচয় এ পত্রিকা দুটিতে অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। সময়ের নিগূঢ় ছাপ তার ফলে ধরা পড়ে অনায়াসে। এ পত্রিকাদুটিতে নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে ভালো রাজনৈতিক নাটক ও প্রবন্ধ। দুখিমুখী যোদ্ধা ও কোরিওলেনাস প্রকাশ পেয়েছে অতি সম্প্রতিক ালে। এখানেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল জগন্নাথ ও মাধব মালঞ্চী কইন্যা, এ দুটি পত্রিকার মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে, গ্রুপ থিয়েটার-এর গ্রাম বাংলার নাট্যস্বভাবের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা যায়। এ পত্রিকার পথ - নাটক সংখ্যা সফদর হাসমি সংখ্যা, নারীপ্রগতি ও অভিনেত্রী নিয়ে চারটি সংখ্যা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। গণনাট্য সংঘর পঞ্চাশ বছরের সংকলন গণনাট্য পঞ্চাশ বছর সংখ্যাটিও একটি গুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে আছে।

নাট্যচিন্তা -র শু হয়েছিল খুবই সাধারণভাবে, কিন্তু ক্রমে এটি বাংলা নাট্য আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র হয়ে উঠেছে। গে াড়ার দিকে শিশির ভাদুড়ী ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা একটু নিরীহ ধরনের ছিল, কিন্তু গত কয়েক বছরের সংখ্য াসমূহ প্রায় প্রত্যেকটি বিশেষ বলে চিহ্নিত হয়ে আকারে ও প্রকারে ওজনদার হয়ে উঠেছে।সম্প্রতিকালে প্রকাশিত তৃতীয় বিশ্বের থিয়েটার, লোরকা সংখ্যা, শম্ভু মিত্র সংখ্যা, ব্রেখট্ এবং গ্রুতপ থিয়েটারের ৫০ বছর সংখ্যাটি গভীর মননশীলতার পরিচয় বহন করছে। প্রতিটি সংখ্যাই আমাদের নাট্য আন্দোলনের দিকচিহ্ন বলে পরিগণিত হতে পারে।

স্যাস প্রতি বছরে একটি করে এ পর্যন্ত ষোলোটি সংখ্যা বেরিয়েছে। থিয়েটারের নিজস্ব ভাষা ও নন্দনের অন্বেষণে সম্প াদক শ্রান্তিহীন। মৌলিক ও অনুবাদে বালো নাটক ও প্রবন্ধ প্রকাশ এ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর ধ্রুপদি নাটক এর তণ ব াঙালি নাটককারদের প্রতি সম্পাদকের হার্দ্য পক্ষপাত লক্ষ করার মতো। প্রতিটি সংখ্যায় বেশ কিছু ভালো প্রবন্ধ আমরা পেয়েছি। পেয়েছি কিছু উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকারও।
গন্ধর্ব ও শূদ্রক দলীয় মুখপত্র হলেও সংকীর্ণতাওর আবদ্ধ থাকেনি কখনো। গন্ধর্বের কিছু বিশেষ সংখ্যা যথা, কাব্যনাট্য সংখ্যা, ব্রেখট্ সংখ্যা, সার্ত্রে সংখ্যা---এখনো আগ্রহী পাঠকের স্মৃতিতে রয়ে গেছে। ব্রেখট্কে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা সম্ভবত গন্ধর্বই প্রথম বাংলায় বার করেন। শূদ্রক -এর সবচাইতে আকর্ষক অংশ হল দেবাশিস মজুমদাররচিত নাটকসমূহ।

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা গত দশ বছরে মাত্র সাতটি প্রকাশিত হয়েছে। তবে প্রায় সবগুলি সংখ্যাই আকারে অতি বৃহৎ । জ াতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টির মধ্য দিয়ে থিয়েটারকে ধরার চেষ্টা হয় এ পত্রিকায়। নাট্যকার সংখ্যা,প্রযোজনা সংখ্যা স্ব াধীনতার উত্তরাধিকার বাংলা থিয়েটার সংখ্যা এবং সাম্প্রতিকতম ব্রেখট্সংখ্যা সহজেই পাঠকদের সচকিত করে তুলতে পেরেছে। মূলত প্রবন্ধের দিকে নজর রাখলেও অতীতের নাটক বাজারের লড়াই ও অপূর্ব সতী নাটক প্রকাশিত হয়েছে এ পত্রিকায়, যেমন প্রকাশিত হয়েছে মোহিত চট্টোপাধ্যায়, তীর্থঙ্কর চন্দ্র ও চন্দন সেনের মৌলিক নাটক। অনুবাদ নাটকের প্রতি আগ্রহও প্রকাশ পেয়েছে এ পত্রিকায়।

এ আলোচনায় সংগতভাবেই বাংলাদেশের নাট্যপত্রিকার কথা আসতে পারে। থিয়েটার বিষয়টাই সার্থকভাবে সেদেশে শু হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকে। তারই অভিঘাতে ১৯৭২ থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে রামেন্দু মজুমদারের সম্পাদনায় থিয়েটার পত্রিকাটি। পত্রিকাটি একটি বিশেষ দলের মুখপত্র হলেও তা সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের সব সেরা নাটককারের রচনা এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের প্রতিও সম্পাদক সমান মনোযোগী । বাংলাদেশের নাট্য-আন্দে

ালন নিয়ে কিছু আলোচনা করতে গেলে এ পত্রিকার কথাই মনে পড়ে সবার আগে।তা ছাড়া শুধু নাটক, জাহাঙ্গীরনগর ৰিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার স্টাডিজ -এর কথাও বলতে হবে। শেষোক্ত পত্রিকাটির বড়ো বৈশিষ্ট্য হল এখানে বেশি গুত্ব নিয়ে আলোচিত হয়ে থাকে জনজাতিদের কৃত্যনাট্য. তা ছাড়া চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত থিয়েটার ফ্রন্ট পত্রিকাও চলে আসে আলোচনার পরিধিতে।

পরিশেষে একটি কথা বিশেষ করে বলা যায়। বিলুপ্ত হলে তো কথাই নেই, চালু পত্রিকাগুলোর সংখ্যা ফুরিয়ে গেলে তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। তাই যদি এসব পত্রিকা থেকে সংকলন করে প্রকাশ করা যায় বাছাই নাটক ও প্রবন্ধ, যেমন করেছে পশ্চিমবঙ্গে স্যাস ও বাংলাদেশে থিয়েটার, তা হলে থিয়েটার আগ্রহী পাঠক উপকৃত হতে পারেন।

বাংলা আকাদেমির সংকলন শতজল ঝর্ণার ধ্বনী থেকে সংগ্রীহিত